মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

বিশেষ ক্রোড়পত্র

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪০তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'আনসার বাহিনী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আনসার বাহিনী দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় অবদান। ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীরই আনসার কমান্ডার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আনসার বাহিনীর ৪০ হাজার থ্রি নট থ্রি রাইফেলই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্রশক্তি। মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার এর শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন আনসার 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৬৭০ জন সদস্য শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ১ জন বীরবিক্রম ও ২ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মত্যাগকারী বীর আনসার সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল বাহিনী। তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত এ বাহিনীর প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য রয়েছে। প্রশিক্ষণ উন্নয়নের মূলমন্ত্র ও চাবিকাঠি। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী আনসার সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যুগোপযোগী বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করি এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার সদস্যরা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বাহিনীর ভাবমূর্তি ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্য অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করবেন-এ প্রত্যাশা করি।

২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ দুটি অনুষ্ঠান যথাযথভাবে উদযাপনের জন্য আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪০তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি দিবস ২০২০ এবং ৪০তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আমি বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ শুভ মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাহিনীর সেসব বীর যোদ্ধাদের, যাঁরা মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহিদ হয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনন্য অবদান ও বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকার গঠিত 'হোমগার্ড' এর আদলে ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'আনসার বাহিনী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা আন্দোলনে আনসার বাহিনী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাহিনীর সদস্যবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

দেশের প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যক্রম। সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল এ বাহিনীর প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্যের অর্ধেকই নারী। গ্রামীণ নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনী উল্লেখযোগ্য কার্যকরি ভূমিকা রাখছে।

সারাদেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তাকরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা যে দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে তা অনস্বীকার্য। নিয়মিত এবং স্বেচ্ছাসেবী সদস্যদের অপূর্ব সমন্বয় ও সংমিশ্রণ এ বাহিনীকে অলংকৃত করেছে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার কাজে এ বাহিনীর কার্যক্রম অতুলনীয়।

আমি আশা করি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সক্ষম হবে। বাহিনীর সদস্যগণ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবেন এবং সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন। আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

সিনিয়র সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং "৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০" উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল আনসার সদস্য শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগকে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

দেশের সর্ববৃহৎ সুশৃঙ্খল এ বাহিনী ১৯৪৮ সালে জন্ম লাভের পর থেকে অদ্যাবধি একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য রয়েছে এ বাহিনীতে। এ বাহিনীর মোট ৪২টি ব্যাটালিয়নের প্রায় ১৭,০০০ সদস্য পার্বত্যাঞ্চলে এবং জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, রাষ্ট্রীয় তোষাখানা, বিমান ও স্থলবন্দরে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। অন্যদিকে প্রায় ৫০,০০০ সাধারণ আনসার সদস্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, বীমা, পোষাক শিল্প কারখানা, পাঁচতারা হোটেল, শপিং মল, বিমান, স্থল ও নৌ বন্দর এবং রাজপথে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনসার-ভিডিপি সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে।

প্রশিক্ষণ যে কোন বাহিনীর মূল চালিকা শক্তি। নিয়মিত মৌলিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এ বাহিনীর তৃণমূল পর্যায়ের সদস্যরা প্রতিনিয়ত আত্মনির্ভরশীল হতে পারছেন। ফলে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ বাহিনীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরো অবদান রাখবে। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর "৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০" সফল হোক।

আমি এ বাহিনীর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন

৪০তম জাতীয় সমাবেশ

বাহিনীর পরিচিতি ও সামগ্রিক কার্যক্রম

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালের ৫ জানুয়ারি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'গ্রাম প্রতিরক্ষা দল (ভিডিপি)' গঠন করা হয় এবং বাংলাদেশ আনসার বাহিনীর সাথে একই প্রশাসনিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে এ বাহিনীর পরিচিতি হয় 'বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'-সংক্ষেপে আনসার ও ভিডিপি। বর্তমানে বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫, ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫ দ্বারা। আনসার বাহিনী আইন এবং ব্যাটালিয়ন আনসার আইন অনুসারে সংবিধানের ১৫২নং অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আনসার ও ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীদ্বয় রাষ্ট্রের অপরাপর 'শৃঙ্খলা বাহিনী'।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে আনসার বাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদান গৌরবময় এবং অবিস্মরণীয়। ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার এ বাহিনীর আনসার কমান্ডার ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও এ বাহিনীর সদস্যদের অবদান, আত্মত্যাগ ও অংশগ্রহণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই বাহিনীর প্রায় ৪০ হাজার .৩০৩ রাইফেল নিয়ে আনসার বাহিনীর সদস্যরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে; যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল অস্ত্রশক্তি। স্বাধীনতা যুদ্ধে আনসার বাহিনীর ৯ জন কর্মকর্তা, ৪ জন কর্মচারী ও ৬৫৭ জন সদস্যসহ সর্বমোট ৬৭০ জন শহিদ হন। বাহিনীর ১ জন বীর বিক্রম ও ২ জন বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। বাংলাদেশের প্রথম সরকার এর শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল আনসার প্লাটুন কমান্ডার ইয়াদ আলীর নেতৃত্বে ১২ জন বীর আনসার সদস্য 'গার্ড অব অনার' প্রদান করেন। আনসার বাহিনীর সকল দপ্তর তালাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের ২রা আগস্ট অধ্যাদেশের মাধ্যমে আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে।

দেশ ও জনগণকে নিরাপদ রাখতে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে 'ব্যাটালিয়ন আনসার' ইউনিট গঠন করা হয়। ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে এ বাহিনীতে ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ন ও ০১টি গার্ড ব্যাটালিয়নসহ মোট ৪২টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে ১৬টি ব্যাটালিয়ন এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলসহ সারাদেশের সমতল এলাকায় ২৬টি ব্যাটালিয়নের সদস্য-সদস্যারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সন্ত্রাস দমন, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এবং জননিরাপত্তা বিধানে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও সারাদেশে বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে কর্মকর্তাসহ ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করছে।

নারী সমাজের অগ্রায়ন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রাখার সুযোগ দান এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে উপমহাদেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহিলা আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। মহিলা ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যগণ দেশের সীমান্তে নাশকতারোধ ও অবৈধ চোরাচালান দমনে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং র‍্যাবে প্রেষণে নিয়োজিত থেকে দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া পার্বত্যাঞ্চলে ৬০০ জন হিল আনসার এবং ৭৮৮৭ জন হিল ভিডিপি কর্মরত থেকে সন্ত্রাস দমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা সেবায় দায়িত্ব পালন করছে।

১৯৭৬ সালে প্রথম 'মহিলা আনসার' গঠন করে তাদের জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত করা হয়। ২০০২-২০০৩ সালে প্রত্যেক উপজেলায় ৩২ জনের একটি করে স্বেচ্ছাসেবী মহিলা আনসার প্লাটুন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ৬৭২টি মহিলা আনসারের পদ রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে এ বাহিনীর বিভিন্ন কার্যালয়ে মহিলা আনসার সদস্যগণ দাপ্তরিক কাজসহ বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা ও শিল্প কারখানায় আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে 'সাধারণ আনসার' গঠন করা হয়। 'সাধারণ আনসার' এর জন্য জনবল বাছাইপূর্বক তাদেরকে নির্দিষ্ট জেলা এবং আনসার ভিডিপি একাডেমি, সফিপুর, গাজীপুরে বিভিন্ন মেয়াদে মৌলিক ও অস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব 'সাধারণ আনসার' এর মধ্য থেকে দেশের জরুরি ও সংকটময় মুহূর্তে জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনের জন্য অঙ্গীভূত করা হয়। বর্তমানে দেশের বিমান বন্দর, সমুদ্র বন্দর, ইপিজেডসহ গুরুত্বপূর্ণ ৪,২১৪টি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় প্রায় ৫০ হাজার অঙ্গীভূত আনসার সদস্য নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সকল নির্বাচন, ঈদ, পূজা, বিশ্ব ইজতেমা, বর্ষবরণ, শপিং মল, বাণিজ্য ও বই মেলা, রেল স্টেশন, ট্রাফিক কন্ট্রোলসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাধারণ আনসার সদস্যরা জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে।

দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে প্রতিবছর বাহিনীর আনসার কমান্ডার, গ্রাম/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা/দলনেত্রী ও সদস্য-সদস্যাদের কম্পিউটার, সেলাই, ড্রাইভিং, কারুশিল্প, ওয়েল্ডিং, মেকানিক্স প্রভৃতি প্রায় ৩২ ধরণের কারিগরি ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং আত্ম-কর্মসংস্থানে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে সারাদেশে এ বাহিনীতে ৪২৮২ জন ইউনিয়ন দলনেতা, ৪৩৬৫ জন ইউনিয়ন দলনেত্রী এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় ২৮৮০ জন ওয়ার্ড দলনেতা ও ৩০৩৩ জন ওয়ার্ড দলনেত্রী কর্মরত রয়েছে।

২০১৪ ও ২০১৫ সালে রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে দেশের সংকটময় মুহূর্তে এই বাহিনী অপারেশন রেল রক্ষা ও অপারেশন সড়ক/মহাসড়ক নিরাপত্তায় অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও এ বাহিনীর কার্যক্রম অনস্বীকার্য। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্যোগ মোকাবেলায় বাহিনী এ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার জন ভলান্টিয়ার তৈরি করেছে। বিগত ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' ও 'বুলবুল' মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত উপকূলীয় এলাকায় সর্বমোট ১,৫৫,০০৪ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। গত ০৬ আগস্ট হতে ১০ আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত দেশব্যাপী ডেঙ্গু বিস্তার প্রতিরোধে আনসার-ভিডিপি'র প্রতিটি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ জনসচেতনতামূলক র‍্যালী আয়োজন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং সারাদেশে 'গুজব' বিস্তার প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া গত বছর সারাদেশে উন্মুক্ত স্থান ও সরকারি রাস্তার দুই পাশে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বমোট ১,৩৮,৪১০টি ফলজ ও ভেষজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

এই বাহিনীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে সারাদেশে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ২৫৯টি শাখা এবং ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। সরকারের নির্দেশনানুযায়ী আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আইনগত ম্যান্ডেট অনুযায়ী নিজস্ব দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে এ বাহিনীর সদস্য-সদস্যারা খেলাধুলা ও দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করেছে। সদ্য সমাপ্ত সাফ গেমস্ (এসএ গেমস্)-এ বাংলাদেশের অর্জিত ১৪২টি পদকের মধ্যে ৬৮টি পদক অর্জন করেছে এ বাহিনীর ক্রীড়াবিদরা। বাংলাদেশ আনসারের ল্যান্স নায়েক মোঃ রোমান সানা ও মাবিয়া আক্তার এ বাহিনীর কৃতি খেলোয়াড়। বাহিনীর নারী সদস্যরা জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এ বাহিনীর রয়েছে 'স্বাধীনতা পদক'।

দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা জননিরাপত্তায় এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালের ১০ মার্চ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় পতাকা (ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড) প্রদান করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০ উপলক্ষে এ বাহিনীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সদস্যদের আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে এ বাহিনীর সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনকালে এই বাহিনীর যাঁরা শহিদ হয়েছেন, তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সরকারের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্যের অন্যতম অংশীদার। এ বাহিনী জাতীয় অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। দেশের গ্রামীণ জনপদে আত্মকর্মসংস্থান, গণশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ রক্ষা, বৃক্ষরোপণ, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল কার্যক্রমে এ বাহিনীর সদস্যরা অবদান রাখছেন।

আনসার সদস্যরা দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও শিল্প কারখানার নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত থেকে মানুষের জান-মাল হেফাজতের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে আসছে। মাদক নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ ও সহিংসতা প্রতিরোধে এ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তায় বাহিনীর সদস্যরা সদা তৎপর। সকল নির্বাচন, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় মুহূর্তে এ বাহিনীর সদস্যগণ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্বপালন করে আসছেন।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেমের গভীর আদর্শ ও চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাহিনীর সুনাম, ঐতিহ্য, মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে দেশ ও জাতির শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা রক্ষা ও সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও দায়িত্ববান হবেন। জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং ৪০তম জাতীয় সমাবেশ-২০২০ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বিগত বছরে আমাদের পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য সম্মানিত দেশবাসীকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও শুভেচ্ছা।

১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ বাহিনীর সদস্যরা দায়িত্ব পালনে কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি রক্তক্ষয়ী, ঐতিহাসিক ও সংকটময় মুহূর্তে এ বাহিনীর গৌরবময় অবদান রয়েছে। প্রথমেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি স্বশ্রদ্ধচিত্তে প্রথমে মুজিব শতবর্ষে জাতির জনক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু ও মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের জন্য প্রতিটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য বিশেষত আনসার সদস্যদের গৌরবময় আত্মত্যাগের কথা সম্মান ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উন্নয়নের মহাসড়কে চলমান। এ সরকারের কর্মতৎপরতায় অর্থনীতি, রাজনীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং অবকাঠামোসহ সকল পর্যায়েই বাংলাদেশ অনবদ্য অগ্রসরমান। বিশ্ব ব্যাংকের প্রয়োজনীয় সকল শর্তপূরণ সাপেক্ষে, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ। একটি তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এ জন্য সকল আনসার সদস্য-সদস্যাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি গণতন্ত্রের মানস কন্যা বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী। জনসম্পৃক্ত এ বাহিনীতে প্রায় ৬১ লক্ষ সদস্য-সদস্যা রয়েছে। এ বাহিনীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত বছরে বাহিনীতে ৩টি ধাপে ৪৪৯ জন কর্মচারী এবং ব্যাটালিয়ন আনসার (পুরুষ) পদে ৯৭২ জনসহ মোট ১৪২১ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সহকারী জেলা কমান্ড্যান্ট/সমমান পদে ৫৩ জন এবং নন-ক্যাডার পদে সিএ/ইউএডিডিও হিসেবে ৭৪ জন কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ বছর ০৬টি উপ-মহাপরিচালক এবং ১৭টি পরিচালক পদ সৃজন করা হয়েছে। অন্যান্য বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপ-মহাপরিচালক থেকে মহাপরিচালক পর্যন্ত র‍্যাঙ্ক ব্যাজ আপগ্রেড করা হয়েছে। বিগত বছরে বাহিনীর কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদবীর ৯৬৬ জন পদোন্নতি পেয়েছে।

দেশ মাতৃকা ও জনগণকে নিরাপদ রাখতে বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ১টি গার্ড ব্যাটালিয়নসহ ৩টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এ বাহিনীতে ১টি গার্ড ব্যাটালিয়ন ও ২টি মহিলা ব্যাটালিয়নসহ সর্বমোট ৪২টি আনসার ব্যাটালিয়ন রয়েছে। এছাড়া রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মুজিবনগর এর নিরাপত্তার জন্য যথাক্রমে ০২টি আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। পাশাপাশি ব্যাটালিয়নের জনবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতি অর্থবছরে সদস্যদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। গত অর্থ-বছরে কর্মকর্তা, ব্যাটালিয়ন ও সাধারণ আনসার এবং সংশ্লিষ্ট পদবীর সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে মৌলিক, আধুনিক পেশাভিত্তিক ও কারিগরি, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভিডিপি, টিডিপি, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেতা-দলনেত্রীসহ মোট ১,৫০,৯২৬ জন সদস্য-সদস্যাকে মৌলিক ও কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সারাদেশে বাহিনীর বিভিন্ন কার্যালয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ, উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বৈদ্যুতিক স্থাপনাসহ ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং ক্রীড়া সামগ্রী খাতে ২০৪টি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিয়মিত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের সংকটময় মুহূর্তে এবং জাতীয় ও সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এ বাহিনীর সদস্য-সদস্যাদের কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য। গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এ বাহিনীর ৩০,২৮৫ জন সদস্য-সদস্যা এবং বিগত বছরে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের ৪০,১৮৩টি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ৫ লক্ষ আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা দায়িত্ব পালন করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা নির্বাচনে মোট ৩৬,৩৯৪টি ভোটকেন্দ্রে ৪,৫৪,৭৩৬ জন আনসার সদস্য-সদস্যা কৃতিত্বের সাথে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন।

বিগত দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৩০,৭৬২টি পূজামন্ডপে ১,৫৭,৮৭০ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা, বিশ্ব ইজতেমায় ৩৯০ জন ব্যাটালিয়ন ও অঙ্গীভূত আনসার সদস্য-সদস্যা শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে মোবাইল কোর্ট ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এসএ গেমসে বাংলাদেশের প্রাপ্ত ১৪২টি পদকের মধ্যে আনসার বাহিনীর অর্জন ৬৮টি। গত বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আনসার-ভিডিপি ক্রীড়া দল বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ১৮৩টি স্বর্ণপদক, ১১৫টি রৌপ্যপদক ও ১২৫টি তাম্রপদক অর্জন করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও এ বাহিনীর কার্যক্রম অনস্বীকার্য। গতবছর ঘূর্ণিঝড় 'ফণী' ও 'বুলবুল' মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত উপকূলীয় এলাকায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সর্বমোট ১,৫৫,০০৪ জন আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করে। দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক র‍্যালী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করে। সারাদেশে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিজস্ব জায়গা ও সরকারি রাস্তার দুই পাশে বাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বমোট ১,৩৮,৪১০টি ফলজ ও ভেষজ গাছের চারা রোপণ করা হয়।

এই বাহিনীর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে সারাদেশে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ২৫৯টি শাখা এবং ১৮টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। সরকারের নির্দেশনানুযায়ী আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পরিশেষে আমি আশা করি, সফলতার এ ধারা বজায় রেখে জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যা সততা, শৃঙ্খলা, আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। সর্বোপরি বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ও আধুনিক উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে এ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাবৃন্দ শান্তি, শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, নিরাপত্তা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ
এনডিসি, পিএসসি, জি

NAWRAS BANGLADESH - 01795557008

\\storage\Advertisement\2020\12-02-2020\Advertisement_10